

"পরমত, পরচিন্তন আর পরদর্শনের থেকে মুক্ত হও আর পর-উপকার করো"

আজ বাপদাদা তাঁর চতুর্দিকে যে বাচ্চারা রয়েছে, বিশেষ যারা, সেই সকল বিশেষ আত্মাদেরকে দেখছেন। ভারতের হোক কিম্বা বিদেশের যে কোনো কোণে, কিন্তু বাপদাদা সর্ব বিশেষ আত্মাদেরকে সমীপে দেখছেন। বাপদাদা নিজের বিশেষ বাচ্চাদেরকে দেখে আনন্দিত হন। যেমন বাচ্চারা তোমাদেরকে দেখে বাবার খুশী হয় তাই না! খুশী হয় তবেই তো ছুটে ছুটে এসেছে না? তো বাবারও খুশী হয় যে, আমার এক একটি বাচ্চা হলো বিশেষ আত্মা। বয়স্ক হোক, পড়াশোনা না জানা হোক, ছোট বাচ্চা হোক, যুবা হোক অথবা যারা প্রবৃত্তিতে রয়েছে, সমগ্র বিশ্বে তোমরা হলে বিশেষ। যত বড় বড়ই বিস্ময় দেখাতে পারা বৈজ্ঞানিক থাকুক না কেন, চন্দ্রমা পর্যন্তও তারা পৌঁছে যেতে সক্ষম হোক না কেন, কিন্তু বাবার বিশেষ বাচ্চাদের কাছে তারাও হলো অজ্ঞানতা সম্পন্ন। পাঁচটি তন্ত্রকেও তারা জেনে নিয়েছে, তার উপরে বিজয়ও প্রাপ্ত করে নিয়েছে, কিন্তু ছোট্ট একটু বিন্দু আত্মাকে তারা জানতে পারেনি। এখানে ছোট বাচ্চাদেরকেও যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে - তুমি কে, তাহলে কি বলবে? 'আত্মা আমি' এটাই তো বলবে না? আত্মা কোথায় থাকে, সেটাও বলবে। আর বৈজ্ঞানিকদেরকে জিজ্ঞাসা করো যে, আত্মা কি? আত্মা-র জ্ঞানকে তারা এখনও জানতেই পারেনি। তো হিন্দুর দিক থেকে বলা, এই দুনিয়ার দিক থেকে বলা, তারা বিশেষ হতে পারে, কিন্তু যে নিজেকেই জানে না, তার থেকেও তো এখানকার পাঁচ বছরের ছোট বাচ্চাও হলো বিশেষ। যজ্ঞের প্রথম দিকের তোমাদের একটা নেশা ধরানো গীত ছিল, মনে আছে কোন্ গীত ছিল সেটা? একটা গীত ছিল - যত বড়ই সেঠ, স্বামী হতে পারো তুমি, কিন্তু অলফ-কে তো জাননি...। তাহলে কতখানি বড় অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ তোমরা! নেতা হোক, অভিনেতা হোক, কিন্তু নিজেকে যদি না জানলো তবে কী জানলো? তো এতখানি বিশেষ আত্মা তোমরা। এখানকার পড়াশোনা না জানা বৃদ্ধা মাতা আর অন্যদিকে একজন খুব ভালো মহাত্মা, কিন্তু বৃদ্ধা মাতা নেশার সাথে বলবে যে, আমি পরমাত্মাকে পেয়ে গেছি। আর মহাত্মা বলবে - পরমাত্মাকে পাওয়া খুবই কঠিন। কিন্তু এখানে ১০০ বছর বয়সের মানুষও নিশ্চয়বুদ্ধি। তো তিনি কি বলবেন? তোমরা খুঁজতে থাকো, আমি তো পেয়ে গেছি। তাহলে মহাত্মাও তোমাদের সামনে কি! প্রবৃত্তিতে যারা রয়েছে তারা নেশার সাথে বলবে যে, আমরা তো ডবল পালঙ্কে ঘুমাই, একসাথে থেকেও পবিত্র আমরা, কারণ আমাদের মাঝখানে রয়েছে বাবা। আর মহাত্মা কি বলবে? বলবে - আগুন আর কর্পূর একসাথে থাকতে পারে না, এতো একেবারেই অসম্ভব। আর তোমাদের জন্য কেমন? প্রবৃত্তিতে যারা আছো তারা বলা - পবিত্র থাকা কঠিন নাকি সহজ? সহজ নাকি কখনো কখনো কঠিন হয়ে যায়? যে এই ব্যাপারে পাক্কা, সে তো বড় সভা হোক বা যে স্থানই হোক না কেন গর্বের সাথে বলতে পারবে যে, পবিত্রতা তো হলো আমাদের স্বধর্ম। পরধর্ম নয়, স্বধর্ম। স্ব (নিজের) তো সহজ হয়ে থাকে, পর (বাইরের) কঠিন হয়ে থাকে। অপবিত্রতা হলো পরধর্ম কিন্তু পবিত্রতা হলো স্বধর্ম। তো নিজের এই রকম বিশেষত্বকে তোমরা জানো তো না? কেননা নতুন অনেকেই তো এসেছে না? কিন্তু সে যত নতুনই হোক না কেন পবিত্রতার পাঠ পাক্কা আছে তো না? কোনো কোনো বাচ্চা এমনও করে থাকে - যতক্ষণ পর্যন্ত না সে বাবা মিলনে যাচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত তারা পাক্কা থাকে, সবাই জানে যে তারা নিয়মে পাক্কা। সুতরাং মধুবনে আসা পর্যন্ত তো সব ঠিক থাকে, তারপরে মধুবনে এলো, দেখলো, তারপর কেউ কেউ ফিরে গিয়ে আবার অমনোযোগী হয়ে যায়। কিন্তু ভেবে দেখো যে পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা কার কাছে করেছিলে? বাবার কাছেই করেছিলে না? বাবার ফরমান রয়েছে না? সুতরাং বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করে তারপর যদি অমনোযোগী হয়ে যায়, তবে ক্ষতি কার হবে? ব্রাহ্মণ পরিবার থেকে তো একজন চলে গেলে ১০ জন আসে। কিন্তু দুর্বল হয়ে যাওয়ার ফলে ক্ষতি, সেই আত্মাদের হয়ে থাকে। নতুন নতুন যারাই প্রথম বার এসেছে, তারা বাবার ঘরে পৌঁছে তো গেছে - এটা তো ভাগ্যেরই ব্যাপার ঠিকই, কিন্তু ভাগ্যের এই রেখাকে কখনোই কম ক'রো না। ভাগ্যকে অনেক বড় করবে।

দেখো, লৌকিকে যখন ছোট বাচ্চার জন্ম হয়, সকলে তখন কি বলে? চিরজীবী হোক, দীর্ঘজীবী হোক। তো বাপদাদাও বিশেষ আত্মাদের অবিনাশী বিশেষত্বকে দেখতে চান। অল্প সময়ের জন্য নয়। এক বছর চলবে, দুই বছর চলবে - এমন নয়। যারা অবিনাশী থাকবে, তাদেরই প্রালব্ধ প্রাপ্ত হয়ে থাকে। তো মাতা-রাও পাক্কা তো? কেননা তোমরা এক বছরের হও, কিম্বা দু বছরের কিম্বা চার বছরের হও না কেন, সমাপ্তি তো একই সময়ে হবে তাই না? বিনাশ তো একসাথেই হবে তাই না? নাকি তোমরা বলবে যে, আমরা তো দুই বছরের, আমাদের সিলভার জুবিলী হয়ে যাক, তারপর বিনাশ হোক! তা তো হবে না, না? সেইজন্য পরে যারা আসবে তাদেরকে আরও আগে যেতে হবে। অল্প সময়ে অনেক বেশি উপার্জন করতে পারো। তবুও তো তোমরা পুরুষার্থ করার সময় পেয়েছো। পরে গিয়ে তো এতটা সময় পাওয়া যাবে না। আগেও

বলেছিলাম না যে, এখন লেট এর বোর্ড তো লেগে গেছে, কিন্তু টু লেট এর লাগেনি। সুতরাং তোমরা সবাই হলে লাকি। কেবল নিজের ভাগ্যকে স্মৃতিতে রেখে এগিয়ে চলতে হবে। অন্য কোনো ব্যাপারে যাবে না।

আজ বাপদাদা দেখছিলেন যে, বাচ্চাদের পুরুষার্থের সময় কেন ওয়েস্ট হয়ে থাকে? চায় না কেউই, সকলেই চায় যে আমাদের সময় সফল হোক, কিন্তু মাঝখান থেকে কোথা থেকে কোথা থেকে আধ ঘন্টা, ১৫ মিনিট, ৫ মিনিট ওয়েস্ট চলে যায়। তার কারণ কি? আজ বাপদাদা দেখেছেন যে, মেজরিটিরই বিশেষ করে পুরুষার্থ যে কম বা টিলা হয়ে যায়, তার তিনটি কারণ রয়েছে। প্রথম কারণ হলো, চলতে চলতে শ্রীমতের সাথে সাথে আত্মাদের পরমত মিস্স হয়ে যায়। কেউ কিছু বলে দিলো আর তুমি ভেবে নিলে যে, যিনি বলছেন তিনি তো খুবই ভালো (পুরুষার্থী), প্রকৃত মহারথী আর তার প্রতি তোমার ফেথও আছে, এই রকম কোনো আত্মা তোমাকে যখন এমন কথা বলে, যেটা শুনতে ইন্টারেস্টিং, খবরটাও তো বেশ ভালোই... জগৎ সংসারের খবরাখবর শুনতে যেমন ভালো লাগে তাই না! সেই রকমই ব্রাহ্মণ সংসারের খবরাখবর শুনতেও বেশ ভালো লাগে, সুতরাং তুমি তার ওপরে ফেথ রেখে সোঁসব খবর শুনে নিলে, মনে নিজের মধ্যে নিয়ে নিলে। কেটে দিলে না, তো কথাটা সত্যিও, খবর তো সঠিকই হয়ে থাকে, সব কথা মিথ্যা হয় না, কেউ কেউ সং-ও হয়, কিন্তু বাবার ফরমান কি? বাবার ফরমান কি - এই সব খবর শুনতে হলে শোনো? তাই কি? না। যেটার সাথে তোমার কোনোই কানেকশন নেই, কেবল মুখরোচক খবর সোঁগুলো, তোমরা তার কিছুই করতে পারবে না, শুধু যদি শুনেও নাও, সেই সমাচার বুদ্ধিতে তো গেলো, টাইম তো ওয়েস্ট হলো, নাকি হলো না? আর বাবার শ্রীমতে পরমত মিস্স করে দিলে। কারণ বাবার আঞ্জা হলো - শুনেও শুনো না। তাহলে তুমি শুনলে কেন? তার অভ্যাস তৈরী করো। মনে করো একবার তোমাকে কোনো খবর শোনালো, তোমারও খুব ভালো লাগলো, নতুন কথা শুনলে যে এই রকমও হয় - এটা তো জানতে পারলাম। কিন্তু একবার যখন তুমি তার কথাটা শুনলে, পরের বার সে কোথায় যাবে! তোমার কাছেই আসবে। তুমি তার জন্য ময়লা ফেলার ডাস্টবিন হয়ে গেলে না? এই ধরনের কথা যখনই হবে সে তো তোমার কাছেই এসে বলবে, কারণ তুমি আগে শুনেছো। সেইজন্য হয় তাকে বোঝাও, এই সব কথা থেকে তাকেও মুক্ত করো। সোঁসব কথা শুনে ইন্টারেস্ট বাড়িও না। আর যদি শোনোও তাহলে তোমার মধ্যে এতখানি শক্তি থাকতে হবে যাতে তুমি সেটাকে চিরকালের জন্য ফুলস্টপ লাগিয়ে দাও। নিজের ভিতরেও ফুলস্টপ লাগাও। যে ব্যক্তির সমাচার শুনলে তার প্রতি দৃষ্টিতে বা সংকল্পেও যাতে ঘৃণা ভাব একেবারেই না থাকে। এতখানি পাওয়ার যদি তোমার মধ্যে থাকে, তবে সেটা শোনা হলো না, তার কল্যাণ করা হলো। কিন্তু রেজাল্টে দেখা যায় যে, মেজরিটির কাছে একটু একটু করে আবর্জনা জড়ো হতে হতে এই ঘৃণা ভাব বা আচার-আচরণে কিছুটা প্রভেদ চলে আসে। আর কিছু না হলেও সেই আত্মার প্রতি সেবা করার ভাবনা থাকবে না, ভারী ভাব থাকবে। একে বলা যায় - শ্রীমতে পরমত মেশানো। সমাচার তো বাপদাদাও শোনে, কিন্তু কিছু হয় কি? মেজরিটির ভাব বদলে যায়। কাউকে শোনালেও ভাব বদলে যায়। একজন এসে বললো যে, আমি দেখলাম ওই দুইজনকে কথা বলতে। আর এক এর থেকে শোনার পরে দ্বিতীয় জন বলবে - না না দাঁড়িয়েও ছিল আর দাঁড়ানোটাও খুব ভালো ছিল না, আরেকটা অ্যাডিশন হয়ে গেলো। এরপর তৃতীয় জন বলবে, এরা তো এই রকমই করে থাকে। ভাব কতখানি বদলে গেলো। তাদের ভাবনা কি ছিল আর কথার মধ্যে ভাব কতটা বদলে যায়। সুতরাং এই পরমত বায়ুমণ্ডলকে খারাপ করে দেয়। তাহলে যে টাইম ওয়েস্ট হয়ে যায়, তার একটা কারণ হলো পরমত আর দ্বিতীয় কারণ হলো পরচিন্তন। একজনের থেকে শুনলো তারপর সেই শোনা কথা ৮ - ১০ জনকে বলবে না, এটা তো হতে পারে না। কেউ যদি অনেক দূরদেশেও থাকে, তাকেও সোঁকথা চিঠিতে লিখে জানাবে। এখানে একটা নতুন ঘটনা ঘটেছে, তুমি যখন আসবে তখন তোমাকে বলবো। এটা তবে কি হলো? পরচিন্তন। মনে করো তোমরা চার জনকে বললে, সেই চার জনের ভাবনা সেই আত্মার প্রতি তুমি তো খারাপ করে দিলে তাই না? আর পরচিন্তন একবার শুরু হলো তো এর গতি অত্যন্ত ফাস্ট আর দীর্ঘ হয়ে থাকে।

পরচিন্তন এক দুই সেকেন্ডে শেষ হয়ে যায় না। বাপদাদা যেমন বলেন যখন কাউকে জ্ঞান শোনাবে তার মধ্যে ইন্টারেস্ট আনার জন্য তাকে গল্পের আকারে শোনাও। প্রথমে এই হলো, তারপরে এই হলো...। তো ইন্টারেস্ট বাড়তেই থাকে তাই না? সেই রকমই পরচিন্তন হয়ে থাকে, সেটাও বেশ ইন্টারেস্টিং হয়ে থাকে। তাতেও অপরজন অবশ্যই ভাবতে থাকবে এরপর কি হলো, ও তারপরে এই হলো, হ্যাঁ এই রকমই হয়ে থাকবে... সুতরাং এই গল্পও হলো অনেক দীর্ঘ। বাপদাদা তো সকলের অন্তরের কথা শোনেও, দেখেনও। কেউ যতই লুকানোর চেষ্টা করুক না কেন, কখনো কখনো বাপদাদা জনসমক্ষে খোলসা করে ইশারা দেন না, কিন্তু জানেন, দেখেন সব কিছু। যে যতই বলুক যে, না না আমি কখনোই করি না, কিন্তু বাপদাদার কাছে রেজিস্টার রয়েছে, কতবার করেছে, কি কি করেছে, কোন সময় করেছে, কতজনের সাথে করেছে - এই সব রেজিস্টারে রয়েছে। কেবল কখনো কখনো চুপ থাকতে হয়। তো দ্বিতীয় বিষয়টা শোনালাম তা হলো - পরচিন্তন। তার স্বচিন্তন কখনোই চলবে না। কোনো কিছু হলে, যে পরচিন্তন করে, সে তার নিজের ভুলকে অন্যের উপরে

চাপিয়ে দেবে। এছাড়া পরচিন্তন যে করে, বানিয়ে বানিয়ে কথা বলতেও সে এক নম্বর হয়। নিজের সমস্ত ভুল গুলিকে অন্যের উপরে এমন ভাবে প্রমাণ করে দেবে যে, যে শুনবে, বড়রাও সে'কথা চুপ করে শুনতে বাধ্য হবে। সুতরাং স্বচিন্তন তাকে বলা যায় না যে, কেবল জ্ঞানের পয়েন্টস্ রিপীট করে দিলাম কিম্বা জ্ঞানের পয়েন্টস্ শুনলাম, শুনিয়ে দিলাম - কেবল এটাই স্বচিন্তন নয়। স্বচিন্তন অর্থাৎ নিজের সূক্ষ্ম দুর্বলতা গুলিকে, নিজের ছোট ছোট ভুল গুলি নিয়ে ভাবা এবং সেগুলিকে দূর করা, পরিবর্তন করা, এটাই হলো স্বচিন্তন। বাকি জ্ঞান শোনানো - তাতে তো সকলেই পটু। সেটা হলো জ্ঞানের চিন্তন, মনন, কিন্তু স্বচিন্তনের সূক্ষ্ম অর্থ হলো নিজের প্রতি। কেননা যখন রেজাল্ট বেরোবে তখন এটা দেখা হবে না যে, এই আত্মা জ্ঞানের মনন ঠিক মতো করেছে, নাকি সেবাতে জ্ঞানকে খুব ভালো মতো ইউজ করেছে কিনা। এর রেজাল্টের পূর্বে স্বচিন্তন আর পরিবর্তন, স্বচিন্তন করার অর্থই হলো পরিবর্তন করা। সুতরাং যখন ফাইনাল রেজাল্ট হবে, তাতে প্রথম মার্কস প্র্যাকটিক্যাল ধারণা স্বরূপের হবে। যে ধারণা স্বরূপ হবে সে ন্যাচারাল যোগী তো হবেই। মার্কস যদি বেশী নিতে হয়, তবে আগে যেটা অন্যদেরকে বলছো, আজকাল ভ্যালুজ এর উপরে যে ভাষণ তোমরা করে থাকো, সেটাকে আগে স্ব অর্থাৎ নিজের মধ্যে চেকিং করো। কারণ সেবার এক মার্কস তো ধারণা স্বরূপের ১০ মার্কস হয়ে থাকে। তুমি যদি জ্ঞান দিতে না পারো কিন্তু নিজের ধারণার দ্বারা প্রভাবিত করতে পারো, তাও তোমার সেবার মার্কস জমা হয়ে গেলো না?

আজকাল অনেকে মনে করে যে, আমাকে খুব কম সেবার সুযোগ দেওয়া হয়, আমাকে সেবার চান্স দেওয়া উচিত, অন্যরা সুযোগ পাচ্ছে, আমি কেন পাচ্ছি না? সেবা করা খুব ভালো, কারণ বুদ্ধি যদি ফ্রি থাকে তবে ব্যর্থ সংকল্প চলে। সেইজন্য সেবাতে বুদ্ধি বিজি যেন থাকে, এই সাধনটা তো ভালো। সেবার উদ্দীপনা থাকা তো ভালোই। কিন্তু ড্রামানুসারে বা সারকামস্ট্যান্ড অনুসারে ধরো তুমি চান্স পেলে না আর তোমার অবস্থা অন্যদের সেবা করবার বদলে তোমার স্থিতি নীচে নেমে গেলো অথবা সেই সেবা তোমাকে অস্থির অবস্থার মধ্যে ফেলে দিলো, সেটা কি তবে সেবা হলো? সেই সেবার প্রত্যক্ষ ফল কী পাওয়া যাবে? সত্যিকারের সেবা, ভালোবাসার সাথে সেবা, সকলের আশীর্বাদের দ্বারা সেবা, তার প্রত্যক্ষ ফল খুশী হয়ে থাকে আর সেবাতে যদি ফিলিং চলে আসে, আর ব্রাঙ্কন ফিলিং-কে কি বলা হয়? ক্লু। যার ক্লু হয় সে কি করে? শুয়ে পড়ে। খাওয়া দাওয়া করে না, শুয়ে থাকে। এখানেও (ill) ফিলিং এসে গেলে খাওয়া ছেড়ে দেবে আর নাহলে অভিমান করে বসে থাকবে। তো এটা ক্লু-ই তো হলো না? তুমি যদি ধারণ স্বরূপ হও, সত্যিকারের সেবাধারী হও, স্বার্থপর সেবাধারী নয়। এক হয়ে থাকে কল্যাণের ভাবনা থেকে সেবা আর দ্বিতীয় হয়ে থাকে স্বার্থের। আমার নাম হবে, খবরের কাগজে আমার ছবি উঠবে, টি. ভি. তে আমাকে দেখাবে, ব্রাঙ্কনদের মধ্যে আমার নামের খ্যাতি হবে, ব্রাঙ্কনী আমাকে অনেক আগে রাখবে, ডাক খোঁজ করবে... এই সব ভাব হলো স্বার্থ কেন্দ্রিক সেবা। কেননা আজকালকার হিসাবে, প্রত্যক্ষতার হিসাবে, এখন সেবা তোমাদের কাছে আসবে। শুরুতে স্থাপনার ব্যাপার আলাদা ছিল। কিন্তু এখন তোমাদেরকে সেবার পিছনে যেতে হবে না। তোমাদের কাছে সেবা নিজে থেকেই হেটে-চলে আসবে। সুতরাং যারা সত্যিকারের সেবাধারী, ধরো সেই সেবাধারীরা যদি আর কোনো সেবা নাও পায়, বাপদাদা বলেন - নিজের চেহারার দ্বারা, নিজের আচার আচরণের দ্বারা সেবা করো। তোমার চেহারা বাবার সাক্ষাৎকার করাবে। তোমার চেহারা, তোমার আচার আচরণ বাবার কথা মনে করাবে। এই সেবা হলো নম্বর ওয়ান। এই রকম সেবাধারী যার মধ্যে স্বার্থ ভাব থাকবে না। এমন নয় যে, আমিই যেন চান্স পাই, আমারই পাওয়া উচিত, কেন পাচ্ছি না, পাওয়া উচিত - এই রকম সংকল্পকেও স্বার্থ বলা হয়। ব্রাঙ্কন পরিবারে তোমার নাম ডাক যদি নাও হয়, ভালো সেবাধারী তুমি, তাও তোমার নাম নেই, কিন্তু বাবার কাছে তোমার নাম আছে তো। বাবার হৃদয়ে যখন নাম রয়েছে তাহলে আর কি চাই। আর কেবল বাবার হৃদয়ে নয়, ফাইনালে যখন নম্বর পাবে তখন তোমার নম্বর সামনে হবে। কারণ বাপদাদা হিসাব রাখেন। তুমি চান্স পাওনি, তুমি রাইট, কিন্তু চান্স না পাওয়া গেলে তা সত্বেও সেটাও নোট হয়ে থাকে। আর চেয়ে চান্স নিলে, কাজটা করলে, কিন্তু মার্কস কাট হয়ে যাবে। এই ধর্মরাজের খাতা কম কিছু নয়। অত্যন্ত সূক্ষ্ম হিসাব-পত্র রয়েছে। সেইজন্য নিঃস্বার্থ সেবাধারী হও, নিজের স্বার্থের নয়। কল্যাণের স্বার্থে হবে। যদি তোমার চান্স রয়েছে আর অন্যরা মনে করে যে আমি যদি চান্স পেতাম তাহলে বেশ হতো এবং সে যোগ্যও। ধরো তুমি তোমার চান্সটা তাকে দিয়ে দিলে, তাহলেও তোমার শেয়ার তাতে (তোমার খাতায়) জমা হয়ে যায়। তুমি হয়তো করলে না, কিন্তু কাউকে সেই চান্সটা দিয়ে দিলে, তাতেও তোমার শেয়ার জমা হয়। কেননা সত্যিকারের ডায়মন্ড হতে হবে না? তো হিসাব-পত্রকেও বুঝে নাও, এই রকম অমনোযোগী হয়ে চলো না, ঠিক আছে, হয়ে যাবে... অত্যন্ত সূক্ষ্ম রূপে হিসাব-পত্রের খাতা রয়েছে। বাবাকে কিছু করতে হয় না, অটোমেটিক হয়। কখনো কখনো বাপদাদা বাচ্চাদের হিসাব-পত্রকেও দেখেন। সুতরাং প্রথম বিষয় হলো পরমত আর দ্বিতীয় বিষয় হলো পরচিন্তন।

তৃতীয় বিষয় হলো পরদর্শন। অন্যদেরকে দেখার ব্যাপারে মেজরিটি হলো তুখোর। পরদর্শন - যেটা দেখবে, দেখার পরে

সেই কথাটা কোথায় যাবে? বুদ্ধিতেই তো যাবে। আর যে অন্যকে দেখতে সময়কে ব্যস্ত রাখবে, নিজেকে দেখতে সে সময় কোথা থেকে পাবে? কথা তো অনেক অনেকই হয়ে থাকে আর যে সমস্ত কথা হয়ে থাকে, সেগুলি দেখতেও পাওয়া যায়, শুনতেও পাওয়া যায়। যত বড় সংগঠন হবে, ততই অনেক বড় কথা হয়ে থাকে। এই সব কথা কেন হয়? কেউ কেউ মনে করে এই সব কথাবার্তা হওয়া উচিত নয়। হওয়া উচিত নয়, সেটা ঠিক আছে, কিন্তু যেটার জন্য মনে করছে যে হওয়া উচিত নয়, তাতে সময় কেন নষ্ট করলে? আর এই সব কথাই তো হলো পেপার। যত বড় পড়াশোনা তত বড় পেপারও হয়ে থাকে। এই রকম বায়ুমণ্ডল তৈরী হওয়া - এটাই সকলের জন্য পেপারও যে, পরমত নাকি পরদর্শন নাকি পরচিন্তন এর থেকে নিজেকে কতখানি সেফ রেখেছো? দুটো বিষয় হলো আলাদা। এক হলো দায়িত্ব, যার জন্য শুনতেও হয়, দেখতেও হয়। তো সেখানে কল্যাণের ভাবনা থেকে শুনতে হবে, দেখতে হবে। দায়িত্ব রয়েছে, কল্যাণের ভাবনা রয়েছে, সেটা ঠিক আছে। কিন্তু নিজের অবস্থাকে অস্থির করে তুলে তারপর দেখা, শোনা কিম্বা ভাবা - এটা হলো রং। যদি তুমি নিজেকে দায়িত্ববান মনে করো, তবে দায়িত্বের পূর্বে নিজের ব্রেককে পাওয়ারফুল বানাও। যেমন যখন পাহাড়ী রাস্তায় যাও, তখন আগে থাকতেই জানান দেওয়া হয় যে, নিজের ব্রেক ঠিক আছে কিনা চেক করে নাও। তো দায়িত্ব পালনও হলো একটা উচ্চ স্থিতি। দায়িত্ব অবশ্যই নাও, কিন্তু আগে চেক করে যে, সেকেন্ডে বিন্দু লাগে? নাকি লাগাচ্ছে বিন্দু আর লেগে যাচ্ছে কোশ্চেন মার্ক? সেটা হলো রং। তাতে সময় আর এনার্জি ওয়েস্ট যাবে। সেইজন্য আগে নিজের ব্রেক পাওয়ারফুল করো। চলো - দেখলে, শুনলে, যতখানি সম্ভব হলো কল্যাণ করলে আর ফুলস্টপ। আর এই রকম স্থিতি যদি থাকে তবে দায়িত্ব নাও, নইলে দেখেও দেখো না, শুনেও শুনো না, স্বচিন্তনে থাকো। এতেই লাভ রয়েছে। তো আজকের পাঠ কি হলো? পরমত, পরচিন্তন আর পরদর্শন এই তিনটি বিষয়ের থেকে মুক্ত থাকো আর একটি বিষয়কে ধারণ করো, সেই কথাটি হলো - পর-উপকারী হও। তিন প্রকারের পর-কে সমাপ্ত করো আর একটি পর -- পর-উপকারী হও। হতে পারবে? তাহলে কোন্ বিষয়ের থেকে মুক্ত হবে? মাতা-রা কী করবে? বাচ্চাদের উপকারী নাকি পর-উপকারী। সর্ব-উপকারী। সহজ নাকি কঠিন? আচ্ছা।

চতুর্দিকের বিশ্বের সকল বিশেষ আত্মাদেরকে সদা স্বচিন্তন, জ্ঞানের চিন্তনকারী শ্রেষ্ঠ আত্মাদেরকে, সদা বাবার শ্রেষ্ঠ মতে সংকল্প, বোল আর কর্ম করে থাকা সমীপ আত্মাদেরকে, চতুর্দিকের ডায়মন্ড জুবিলীর জন্য নিজেকে আর সেবাকে এগিয়ে নিয়ে যায় - এমন বিশেষ আত্মাদেরকে বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার ।

বরদানঃ মহাবীর হয়ে সঞ্জীবনী বুটির দ্বারা মূর্ছিতকে সুরজিৎ করে শক্তিবান ভব সূর্য যেমন নিজে শক্তিশালী, তাই চারিদিকে নিজের শক্তির সাহায্যে আলো ছড়িয়ে দিতে পারে। সেই রকম শক্তিবান হয়ে অনেককে সঞ্জীবনী বুটি দিয়ে মূর্ছিতকে সুরজিৎ বানানোর সেবা করতে থাকো, তবেই বলা হবে মহাবীর। সদা স্মৃতি রাখো যে, আমাদের বিজয়ী থাকতে হবে আর সকলকে বিজয়ী বানাতে হবে। বিজয়ী হওয়ার সাধন হলো বিজি থাকা। স্ব কল্যাণ অথবা বিশ্ব কল্যাণের করাতে বিজি থাকো, তাহলে বিদ্ব - বিনাশক বায়ুমণ্ডল তৈরী হতে থাকবে।

স্লোগানঃ হৃদয় সর্বদা এক দিলারামে পড়ে থাকবে - এটাই হলো সত্যিকারের তপস্যা ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light

Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;